OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 81 - 87
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধুসূদনের সনেটে রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত পদাবলীর প্রভাব প্রসঙ্গ

অরূপ কুমার রায়
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ
আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্স
Email ID : kumararup93@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Kirtivas, Sitadevi, valmiki, mahabharat, subhadra, godayudha, urbashi, dusashan, srimonter topor, annopurnar jhapi, bijoya dashami, aswin mas.

Abstract
Madhusudan wrote the first sonnets in Bengali and perhaps his sonnets are still considered to be the best sonnets written in Bengali. His Chaturdaspadi Kavitavali was published in Granthkara in 1866. The book contains more than 100 sonnets and the sonnets describe different subjects. The sonnets are filled with strange and multifarious themes as the memory of Madhusudan's lost days unfolds. There are rivers, villages, Ramayana, Mahabharata, Kalidasa, Kavikankan, Bharatachandra, Vidyasagar through which the identity of his native soul can be found. Several of his sonnets have references to Ramayana, such as Kirtivas, Sita Devi, Sita - Banvase, Valmiki etc. Notable among his sonnets in which the context of Mahabharata appears are Kashiramdas, Mahabharata, Subhadraharan, Gogriha-rane, Gada Yudha, Subhadra, Urvashi etc. Besides, Mukundaram Chakraborty's Chandimangal poetry is influenced in his Kamale Kamini, Srimant's Topar sonnets and Bharatchandra's Annadamangal poetry is influenced in Annapurna's Jhampi and Ishwari Patni sonnets. Shaktpadavali is influenced by his Vijaya Dasami and Ashwin mas sonnets. As Madhusudan has portrayed mythological stories and characters through these sonnets, we can easily understand the special pull of his heart towards mythological stories by reading his sonnets.

Discussion

মধুসূদন বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনা করেন এবং সম্ভবত তাঁর রচিত সনেটগুলিই এখনো পর্যন্ত বাংলা ভাষায় রচিত সর্বোত্তম সনেটরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। ১৮৬৫ খ্রীঃ নির্বান্ধব প্রবাস জীবনে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েই সম্ভবত নিজের আত্মার মুখোমুখী দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তারই ফলস্বরূপ রচিত হয় 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা' বা সনেট। নিজের আপনজনকে, দেশকে, জাতিকে যথার্থভাবে জানতে হলে বোধহয় একটু দূর থেকেই দেখতে হয়; হিমালয়ের বুকে বসে হিমালয়ের বিরাটত্ব উপলব্ধি করা যায় না। একমাত্র দূর থেকে দেখলেই তার সমগ্রতার বোধ আসে। তেমনি মধুসূদনও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দূর প্রবাসে অবস্থানকালেই স্বদেশ স্বজনের স্মৃতিতে উদ্বেল হয়ে তার যথার্থ মূল্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। অবশ্য সনেট বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনার হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর স্বদেশে থাকতেই, সম্ভবত মাতৃভাষায় কাব্য রচনার প্রারম্ভেই। ১৮৬৬ সালে মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' কলকাতায় গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে, ১৮৬৫ সালে বাংলা কথা সাহিত্যের দুটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়। একটি বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' এবং অন্যটি মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। আর এই চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীই হল মধুকবির কবিজীবনের পূর্ণাহুতি। তাঁর রচিত সনেটে রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত পদাবলীর প্রভাব।

তাঁর 'কৃত্তিবাস' সনেটটিতে কৃত্তিবাস ওঝার প্রভাব আছে। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ বাঙালীর অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। কবি মধুসূদন নিজেও সর্বপ্রথম এই কাব্য থেকেই রামচরিতের স্বাদ গ্রহন করেছিলেন। তিনি নিজেও রামায়নের একাংশ নিয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেছেন। এই সনেটটিতে তিনি কবি কৃত্তিবাসের বন্দনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মহাকবি কৃত্তিবাসের যে মহিমাময় স্থান এবং মাইকেলের কাছে কৃত্তিবাসের যে ঋণের বহর তা সনেটটিতে ফুটে উঠেছে। সনেটটিতে মধুসূদন বলেছেন, কৃত্তিবাস নামটি শুভক্ষনেই দেওয়া হয় কবিকে, এমন সার্থক নাম আর হয় না –

"জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা! কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে, ..."[১]

কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন, কীর্তির এমন চির-অধিষ্ঠান যে এই নামে ঘটবে, এটা বুঝেই যেন কৃত্তিবাস নাম দেওয়া হয়েছিল। কৃত্তিবাসের কাব্যের মাধুর্য এমন অপরিসীম যে, কবি মনে করেছেন যে সরস্বতী নিজেই যেন তাঁকে রামায়নের কথা বলে দিয়েছেন এবং কবি তা লিখে নিয়েছেন। এছাড়া মধুসূদন রামায়নের কাহিনী থেকে কল্পিত উপমা দিয়ে কৃত্তিবাসের কাব্যের মাধুর্যের কথা ব্যক্ত করেছেন। হনুমান যেমন অশোকবনে বন্দিনী সীতার সংবাদ রামের কাছে বর্ণনা করেছেন, কৃত্তিবাসও তেমনি বাঙালীর কাছে রামনাম গান করেছেন।

মধুসূদনের 'সীতা দেবী' সনেটটিতে রামায়নের প্রভাব আছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য'তে মধুসূদনের হাতে রামায়ণের রাম-চরিত্র অপেক্ষা রাবন চরিত্র উজ্জ্বল হতে পারে, কিন্তু তাঁর কবি হৃদয়ের কারুণ্যের অনেকখানি জায়গা মুড়ে আছে সীতা চরিত্রটি। তাই চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনাকালে অশোক কাননে বন্দনী-সীতার কথা কবি ভুলতে পারেননি এই চরিত্রের মাধুর্য্যের স্মৃতি তাঁর মনকে আলোকিত করায় আলোচ্য সনেটে তিনি সীতার একটি কারুণ্য মণ্ডিত স্মৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন–

"অনুক্ষণে মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহী! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতী, অশোক, কাননে, ..."[২]

এছাড়া তাঁর 'সীতা-বনবাসে' সনেটটিতে রামায়নের সীতা চরিত্রের ছায়া আছে। সনেটটিতে কবি সীতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও মমর্ত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। সীতা চরিত্রের দুঃখ, বিচ্ছেদ, বেদনার যে নির্ঝর তিনি প্রবাহিত করেছেন তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। কবিতায় রাবণের দ্বারা সীতা হরণকে তিনি রাবণের মূঢ়তা বলেছেন এবং রাক্ষসের এই বিড়ম্বনাতেই যে রাক্ষস বংশের পতন হয়েছে ভর্ৎসনা বাণীও উচ্চারণ করেছেন।

'বাল্মীকি' সনেটটিতেও মধুসূদনের পুরাণপ্রীতি রয়েছে। কথিত আছে যে, রামায়নের রচয়িতা মহাকবি বাল্মীকি প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন, তাঁর নাম ছিল রত্নাকর। একদিন নারদের সাঙ্গে ব্রহ্মা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রত্নাকর যে বনে দস্যুবৃত্তি করতেন, সেই বনে গিয়েছিলেন। রত্নাকর তাঁকে বধ করে ধন লুণ্ঠন করতে চাইলে অপর কেউ তাঁর এই নরহত্যা পাপের অংশ গ্রহন করবে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। রত্নাকরের পরিজনবর্গ কেউ তাঁর পাপের অংশভাগী হতে স্বীকার না

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হওয়ায় রত্নাকর দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করে, তপস্যায় নিমগ্ন হন। এরপর ব্রহ্মার বরে কবিত্বশক্তি লাভ করে, তিনি রামায়ণ রচনা করেন। মধুসূদন এই প্রাচীন উপাখ্যানটি স্বপ্নে দেখা কাহিনী রূপে বর্ণনা করে এই সনেটটি রচনা করেন –

"স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব একজন
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ
দ্রোণ যেন ভয় শূণ্য কুরুক্ষেত্র রণে।"[৩]

মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র অনেক কবিতাতে মহাভারতের প্রভাব আছে। যেমন - কাশীরাম দাস, মহাভারত, সুভদ্রাহরণ, গদা-যুদ্ধ, গোগৃহ-রণে, সুভদ্রা, উর্বশী, দুঃশাসন, হরি পর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু ইত্যাদি সনেট। রামায়ণের মতো মহাভরতও মধুসূদনের অতিশয় প্রিয় ছিল। তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমা সম্ভব' বা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র বিষয়বস্তু মহাভারত থেকেই গৃহীত হয়েছে। ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের কথা কবি মধুসূদনের স্মৃতিপটে নানাভাবে উদিত হয়েছে। 'মহাভারত' সনেটটির মধ্য দিয়ে মধুসূদন এখানে তাঁর বিচ্ছিন্ন ভবনার এক অস্পষ্ট চিত্র অঙ্কন করেছেন। সনেটটিতে অল্প কয়েকটি ছত্রে মহাভারতের কয়েকটি চরিত্রকে আমাদের মানসপটে নিপুণভাবে অঙ্কন করেছেন। মহাভারতের চারজন মহাবীর দুর্যোধন, ভীম, কর্ণ ও অর্জুনের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সনেটে কবি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘোর নির্ঘোষের কথা স্মরণ করেছেন। পবনপুত্রের পবন-গতির কথা কবি বিশেষভাবে স্মরণ করে দিয়েছেন। এছাড়া আছে পাণ্ডবগণ যখন মৎসরাজ্যে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, তখন সুশর্মা মৎসদেশ আক্রমণ করলে বিরাটরাজ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান। এই অবসরে কৌরবগণ বিরাটরাজের অসংখ্য গাভী হরণ করে। এরপর বিরাট রাজপুত্র উত্তর বৃহন্নলাবেশী অর্জুনকে সারথী করে কৌরবদের কাছ থেকে গোধন উদ্ধার করতে যান, কিন্তু অসংখ্য কুরুসৈন্য দেখে ভয়ে কম্পমান হন।

'কাশীরাম দাস' সনেটে কবি মধুসূদন অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা অনবদ্য। তিনি বলেছেন 'ভারত রস' ঋষি দ্বৈপায়ণ সংস্কৃত ভাষায় যে মহাভারত রচনা করেছিলেন, তা যেন ছিল শিবের জটাজলে আবদ্ধ জাহ্নবীর মতোই স্রোতহীন। স্রোতহীন কারণ সংস্কৃত ভাষা সকলের পক্ষে অধিগম্য নয়। তাই তা হ্রদের মতোই বিস্তৃত অথচ তরঙ্গ গতিহীন। সাধারণ বাঙালীর প্রাণে তাই সে মহাভারতের তৃষ্ণা জেগে থাকতো। কবিশ্রেষ্ঠ কাশীরাম দাস সেই সংস্কৃত হ্রদে আবদ্ধ মহাভারতকে বাংলায় ভাষান্তর করে তাকে যেমন গতিময় করে তুলেছেন, তেমনি ভারত রসের স্রোতে গৌড়বঙ্গের তৃষ্ণা মিটিয়ে বঙ্গবাসীকে পবিত্র করে তুলেছেন মহাভারতের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে। তাই তিনি মহাভারতের শ্রোতাদের 'পুণ্যবান' বলে অভিহিত করেছেন। মধুসূদন এই জন্যই তাঁর সনেটে কবিস্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন–

"হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান।"[৪]

মহাভারতের কাহিনীর অনেকগুলি চিত্রই মধুসূদনের কবি কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ মহাভারতের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। গদাযুদ্ধের প্রসঙ্গে এই দুই বীরের যুদ্ধের কথাই মনে আসে। কবি মধুসূদন এই দুই বীরের দ্বৈপায়ন হ্রদের কাছে গদাযুদ্ধের একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করে 'গদা-যুদ্ধ' সনেটটি রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা খুবই কম। বিশেষত আয়তনে ছোট কবিতায় যুদ্ধ বর্ণনা খুব একটা নেই। মধুসূদনের এই কবিতাটি যুদ্ধ বর্ণনা বিষয়ক কবিতার সার্থক নিদর্শন।

মহাভারতের বিরাট পর্বের গোগৃহের কথাকে অবলম্বন করেই মধুসূদন 'গোগৃহ-রণে' সনেটটি রচনা করেছেন। অর্জুন যে একাকী বিরাট কুরুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং সেই যুদ্ধে কৌরবদের বিপর্যস্ত করে দিয়ে গোধন মুক্ত করেছিলেন। এই ঘটনাটি মধুসূদনের কল্পনা আকর্ষণ করেছিল। এখানে তিনি বিশেষভাবে অর্জুনের এই বীরত্বকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'সুভদ্রা' সনেটটির মধ্যে মধুসূদন যে চিত্রটি অঙ্কন করেছেন, তা কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। কাশীরাম দাসের মহাভারতে সুভদ্রা হরণের আগেই সত্যভামার পরামর্শে সুভদ্রা ও অর্জুনের গোপন গান্ধর্ব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিবাহের কথা আছে। অর্জুন প্রিয়সখা কৃষ্ণের গৃহে অবস্থানকালে তাঁর বোন সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট হন, সুভদ্রাও তাঁর প্রতি অনুরক্ত হন। একদিন রাত্রে সত্যভামা সুভদ্রাকে নিয়ে এসে তাঁদের গান্ধর্ব বিবাহের আয়োজন করেছেন, আলোচ্য সনেটটিতে কবি সেই ঘটনাই ফুটিয়ে তুলেছেন।

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'উর্বশী' সনেটটির চিত্রও মহাভারত থেকে সংকলিত হয়েছে। অর্জুন যখন অস্ত্রশিক্ষার জন্য স্বর্গে অবস্থান করছিলেন, তখন একদিন স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। এরপর ইন্দ্র উর্বশীর প্রতি অর্জুন অনুরক্ত মনে করে উর্বশীকে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু অর্জুন তাঁকে গুরুস্থানীয় জ্ঞান করে প্রত্যাখান করেন। উর্বশী এতে ক্রোধান্বিত হয়ে অর্জুনকে বর্ষাকালে ক্লীবরূপে অবস্থান করার অভিশাপ দেন। এরপর অর্জুন বিরাট নগরে নপুংসক বেশে সংগীত ও নৃত্য শিক্ষকরূপে অজ্ঞাতবাস করেন। এই কাহিনীটিই মধুসূদন আলোচ্য সনেটে ফুটিয়ে তুলেছেন। মধুসূদন মূলত বীর রসের কবি। কিন্তু শৃঙ্গার ও বীর রস সৃষ্টিতেও তার বীণার তার ঝংকৃত হয়েছে। তার উর্বশী সনেটটিতে ষট্কবন্ধ সবচেয়ে স্বার্থক হয়েছে –

"উন্মদা মদন মদে কোহিলা উর্বশী;
কামাতুরা আমি নাথ তোমার কিঙ্করী
সরের সুকান্ত দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে; অধর দিয়া অধর পরশে,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"[৫]

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'দুঃশাসন' সনেটটিতে মধুসূদন রৌদ্র রসাশ্রিত বীভৎস রসের পরিচয় দান করেছেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশ ধরে কৌরব সভায় নিয়ে আসায় ভীমসেন তার রক্ত পান করবেন এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে দুঃশাসনের মৃত্যু এবং ভীমের দ্বারা দুঃশাসনের রক্তপান মহাভারতের বিশিষ্ট ঘটনা। কবি সেই ঘটনাটির একটি চিত্র তুলে ধরেছেন আলোচ্য সনেটে –

"মেঘ রূপ চাপ ছাড়ি, ব্রজাগ্নি যেমনে
পরে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভিমসেন ধাইলা সরোষে,
পদাঘাতে বসুমতি কাঁপিলা সঘনে;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।"[৬]

কবিতাটির নাম দুঃশাসন হলেও বাস্তবে এটি প্রতিহিংসাপরায়ণ ভীমের চরিত্রেরই একটি রুপায়ণ। সনেটের ক্ষুদ্র দেহে যে মহাকাব্যের বীর্য সঞ্চারিত করা যায়, এই কবিতাটি তারই বলিষ্ঠ উদাহরণ।

'হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু' সনেটটিতে মধুসূদন মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বতের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সঙ্গে মহাপ্রস্থানে গমন করেন। এই সময়ে হরিপর্বতে দ্রৌপদী দেহত্যাগ করেন। দ্রৌপদীর মৃত্যুর কারণ নির্দেশ করে যুধিষ্ঠির বলেন যে, পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী হলেও অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাত ছিল। সেই পাপে তাঁকে দেহত্যাগ করতে হয়। দ্রৌপদীর মৃত্যুতে পঞ্চপাণ্ডবের শোকের যে বর্ণনা মধুসূদন আলোচ্য সনেটে তুলে ধরেছেন তা জীবন্ত ও মনোজ্ঞ হয়েছে –

"মহা শোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কমলে-কামিনীর কল্পনা আছে। ধনপতি সদাগর যখন সিংহলে সমুদ্রযাত্রা করেন, তখন কালিদহ নামক স্থানে দেখেন যে, কমলবনে এক সুন্দরী নারী হাতি গিলছে এবং পরমুহূর্তেই উগরিয়ে ফেলছেন। কিন্তু সিংহল রাজাকে এই দৃশ্য দেখাতে না পারায় ধনপতি সদাগর কারারুদ্ধ হন। কবি মধুসূদন বাল্যকালেই চণ্ডীমঙ্গলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আলোচ্য সনেটে তিনি কমলে কামিনী উপলক্ষ করে বাস্তবিকপক্ষে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামকেই স্মরণ করেছেন।

'শ্রীমন্তের টোপর' সনেটটি মধুসূদন কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে একটি দৃশ্য অবলম্বন করে রূপদান করেছেন। সনেটটিতে বর্ণনীয় বিষয় অতি সামান্য। শ্রীমন্ত টোপর জলে ফেলে দিলে দেবী চণ্ডী তা নিজে ধরে ফেলেন, এই বিষয়টিকেই রূপে-রঙে মধুসূদন সাজিয়ে তুলেছেন সনেটে। সনেটে মহামূল্য মনিমুক্তাখোচিত টোপরকে মাছরাঙা পাখি এবং সোনার কল্যাণীমূর্তিধারিণী দেবী চণ্ডীকে বাজপাখি মনে করে বর্ণনা করা হয়েছে যা একমাত্র খেয়ালী কবি মধুসূদনের হাতেই সম্ভব –

"বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্তলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।"[৮]

'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' সনেটটিতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রভাব আছে। রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্যে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানের ইতিবৃত্ত আছে। দেবী একবার মানবীর ছদ্মবেশে ঈশ্বরী পাটনীর নৌকায় চড়ে খেয়া পার হন এবং পারানির দক্ষিনা ভবানন্দ মজুমদারের ঘর থেকে আনতে বলেন। তিনি বলেন যে, ভবানন্দের পূজার ঘরে কুলুঙ্গিতে যে ঝাঁপি আছে, তাতে টাকা আছে। ভবানন্দ ঈশ্বরী পাটনীর মুখে এই কথা শুনে বিস্মিত হন এবং ঝাঁপিতে টাকা দেখে দেবীর প্রসন্নতায় আনন্দিত হন। কবিতায় তিনি ভাগ্যবান ভবানন্দকে বলেছেন –

"ধন স্রোতে তব ভাগ্যতরি,
ভাসিবে অনেকদিন জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে;
চঞ্চল ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল; ..."[৯]

মধুসূদনের আলোচ্য সনেটটি মোটামুটি কমলে কামিনীর সম গোত্রীয়। প্রায় একই ছাঁচে কবি একটি মূল কাব্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ বেছে নিয়ে তার বর্ণনা দিয়েছেন এবং মূল কাব্যটির খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। চণ্ডীমঙ্গলে 'কমলে কামিনী'র চিত্র প্রসঙ্গ আর এখানে অন্নপূর্ণার ঝাঁপির গল্প বলে 'অন্নদামঙ্গলের' প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। সনেটটির অধিকাংশ জায়গা জুড়ে আছে ভবানন্দ মজুমদারের দেবীর কৃপায় অসীম ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়ার ঘটনা। এটিই এই সনেটের মূল বিষয়।

কৃত্তিবাসী রমায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারতের মতোই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যও কবির একান্ত প্রিয় কাব্য ছিল। এই কাব্যের মধ্যে দেবী অন্নপূর্ণার দ্বারা ঈশ্বরী পাটনীকে ছলনা করার যে কাহিনীটি আছে, তা 'ঈশ্বরী পাটনী' সনেটের মূল বিষয়। ঈশ্বরী পাটনীর খেয়া নৌকায় একদিন দেবী স্বয়ং সামান্য রমণীর ছদ্মবেশে উঠেছিলেন। ঈশ্বরী প্রথম তাঁকে সাধারণ নারী মনে করেছিল; কিন্তু তাঁর পাদস্পর্শে কাঠের সেঁউতি সোনা হয়ে যাওয়ায় সে তাঁকে দেবী বলে বুঝতে পারে–

"কাঠের সেঁউতি তোর পদ পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময়!"[১০]

মধুসূদনের 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী'র 'বিজয়াদশমী' ও 'আশ্বিন মাস' সনেট দুটিতে শাক্তপদাবলীর প্রভাব আছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যে অবগাহন করলেও বাংলার পৌরাণিক কাহিনী ছিল মধুসূদনের অতি প্রিয় বস্তু। বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর যে নাড়ীর টান ছিল তার প্রকাশ বেশ বিচিত্র। বিজয়া দশমী তিথিতে পূজার শেষে বাঙালীর হৃদয়ে যে বৈরাগ্যের সুর জেগে ওঠে তিনি হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করেছেন। বাঙালীর দুর্গা পূজা কেবল পূজামাত্র নয়, এ যেন তিন দিনের জন্য মাতা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মেনকার গৃহে কন্যা উমার আগমন; প্রিয় কন্যার আগমনে মাতার মনে যে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তাই যে এই শারদীয় উৎসবের আনন্দ। নবমীর শেষ রাত্রে কন্যা বিরহের সম্ভাবনায় কাতর মাতৃ হৃদয়ের একান্ত কামনাটি কবি এখানে নিপুণভাবে 'বিজয়াদশমী' সনেটটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন –

"যেয়ো না, রজনী, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!"[১১]

বাৎসল্যরস চেতনাই যে বাঙালী হৃদয়ের গভীরতম চেতনা তা বিজয়া দশমীতে বাংলার ঘরের বাংলার মায়ের প্রাণের ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

'আশ্বিন মাস' সনেটটি যখন মধুসূদন রচনা করেন তখন তিনি ফরাসী দেশে প্রবাসী। কিন্তু স্বদেশের স্মৃতিতে তাঁর মন পরিপূর্ণ। যখন আশ্বিন মাস এসেছে তখন দেশে দুর্গাপূজার উৎসবের যে কী বিপুল আয়োজন হয়েছে তা তিনি স্মরণ করেছেন। দুর্গা প্রতিমার বিচিত্র সৌন্দর্যের কল্পনা করতেই তাঁর মন ভরে উঠেছে। সনেটটিতে পৌরাণিক কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে মধুকবির কলমে –

"সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভক্তের ঘরে...।"[১২]

মধুসূদন সম্পর্কে এমার্সন বলেছেন -

> "কবি প্রতিভা যেন ওস্তাদ জহুরী; খাঁটি রত্ন দেখলেই চিনতে পারে; তার সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্রই তাকে আহরণ করে এমন স্থানে বসিয়ে দেবে যাতে সে পূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। মধুসূদনের কবিকৃতি সম্পর্কে এই উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।"[১৩]

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, এর বেশিরভাগ কবিতায় কবি অতীতের ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি ভারতবর্ষের অতীত গৌরব সম্পর্কে নব চেতনা লাভ করেছে। যা ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। তাই বাংলার কবিদের মধ্যে মধুসূদনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল কৃত্তিবাস, কাশীরাম, কবিকঙ্কন ও ভারতচন্দ্র। আর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই জানা আছে যে, গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও মঙ্গলকাব্যের মুক্ত ত্রিবেণীধারাতেই প্রাচীনবাংলা সাহিত্যের ধারা পল্লবিত। সেজন্য রামায়ণ, মহাভারত সম্পর্কিত আলোচিত সনেটগুলি ও কবিকঙ্কন সম্পর্কে 'কমলে কামিনী' ও 'শ্রীমন্তের টোপর' আর ভারতচন্দ্র সম্পর্কে 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' ও 'ঈশ্বরী পাটনী' এই প্রতীকগুলিই কবিকৃতির মহিমা ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহৃত হয়েছে। কাব্যের সৌন্দর্য সন্ধানই যদি কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা হয়, তাহলে মধুসূদনের এই সনেটগুলিও শ্রেষ্ঠ কবিভাষ্য।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপ্রসাদ, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১২৬
২. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপ্রসাদ, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৭২
৩. তদেব, পৃ. ২৯৯
৪. তদেব, পৃ. ১২৪
৫. ভট্টাচার্য, জগদীশ, সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, ভারবি, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭৪

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 81 - 87
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. তদেব, পৃ. ৭০
৭. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপ্রসাদ, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৪৯
৮. তদেব, পৃ. ৩০০
৯. ভট্টাচার্য, জগদীশ, সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, ভারবি, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৯৩
১০. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপ্রসাদ, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৮৩
১১. মিত্র, দিলীপ কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়, দিশারী প্রকাশনী কলকাতা ২০১৭, পৃ. ২৫১
১২. ভট্টাচার্য, শ্রীদেবীপ্রসাদ, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৫৩
১৩. ভট্টাচার্য, জগদীশ, সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, ভারবি, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১০১

Bibliography:

দত্ত, গার্গী, মধুসূদনের রচনায় ভারতীয় উপাদান, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯
ভট্টাচার্য, শ্রীপরেশ চন্দ্র, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচয়, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২
সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, মিথ পুরাণের ভাঙ্গা গড়া, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০১৫